

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া জান্নাত

রোলঃ 227022439

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া জান্নাত

রোলঃ 227022439

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ বালা মুসিবতে ধৈর্যধারন করার গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া জান্নাত, আইডিঃ 227022439 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Maria

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মারিয়া জান্নাত

আইডিঃ 227022439

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	5
বালা-মুসিবত ও সবর	5
বালা মুসিবত কেন আসে	7
অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব	9
সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের	10
সবরের দৃষ্টান্ত	11
কীভাবে সবর করব	17
তাকদিরের মূল কথা	23
সবরে প্রতিদান	26
উপসংহার	31

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই সবকিছু লিখে রেখেছিলেন। আমরা যতই হা-হতাশ ও আফসোস করি না কেন, আমাদের তাকদিরে যা আছে তা ঘটবেই। যদি হাঁ-হতাশ ও আফসোস করি তবে শয়তানের দরজা খুলে যায়। জীবনের যত অস্থিরতা হতাশা বিদ্যমান আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওই দূর করা সম্ভব। মুসলিমদের জন্য বিপদ তো পরীক্ষা স্বরূপ। এবং এর ফলে সবরের মাধ্যমে আল্লাহর গুনাহ মোচন করেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের দরজা খুলে দেন। আল্লাহ আমাদের ভালো অবস্থার মধ্যে রেখেও পরীক্ষা করেন আবার খারাপ অবস্থায় রেখেও পরীক্ষা করেন তবে যে আল্লাহর উপর ভরসা করে ও সবর করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যার দৃষ্টান্ত আমরা নবী ইয়াকুব (আ), আইয়ুব (আ), রাসূল (সা.) সহ সকল নবী ও রাসূলের জীবনী থেকেই জানতে পারি।

কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ঘটে উলটো। আমরা সবর করতে পারিনা। কিন্তু ইসলাম আমাদের আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সবরের শিক্ষা দিয়েছে। হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা বলবেনঃ হে বনি আদম, যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর ও প্রথম দুঃখের সময় অধৈর্য না হয়ে তাতে সওয়াবের আশা কর, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন প্রতিদানে সন্তুষ্ট হব না”। [হাদিসে কুদসি - ১০৬] তাই আমাদের সবরের মাহাত্ম্য ও প্রতিদান নিয়ে জানা ও তদানুযায়ী আমল করা অতীব জরুরী। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বালা মুসিবতে যথাযথ সবর করার তৌফিক দিন। আমিন।

বালা-মসিবত ও সবর

বালা (আরবি - ١٤) অর্থ বিপদ, ব্যাঘাত; বিপত্তি; বাধা; দুঃখ-কষ্ট, সঙ্কট, ভীতিকর, ভয়ানক। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বহু যায়গায় বান্দার উপর বিপদ অবতীর্ণের ক্ষেত্রে এই শব্দের ব্যবহার করেছেন।

وَأَنبِئْهُمْ مِّنَ آٰلَآئِتِ مَا فِيهِ بَلَّوْا مُبِينٌ

অর্থ- এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম এমন নিদর্শন, যার ভেতর ছিল সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

[সূরা দুখন- ৩৩]

মসিবত (আরবী - مصيبة) অর্থ অর্থ বিপদ; ব্যাঘাত; বিপত্তি; বাধা; দুঃখ। এটি বালা এর সমার্থবোধক। কুরআনে এর ব্যবহার,

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

অর্থ- যারা তাদের কোনও মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, ‘আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

[সূরা বাকারা - ১৫৬]

সবর (আরবী - صبر) অর্থ- ধৈর্য, সহিষ্ণুতা।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

Al-Baqarah 2:153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ- হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। [সূরা বাকারা - ১৫৩]

বালা মসিবত সবার জীবনেই আসে। কারো জীবনে নেয়ামত হয়ে। আবার কারো জীবনে আসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। তবে আমাদের উচিত হতাশ না হয়ে আল্লাহর রহমতের আশা করা। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ- বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সত্তার উপর সীমালংঘন করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পরবর্তি পাঠগুলোতে আলোচনা হবে বালা মসিবত কেন আসে, কিভাবে সবর করতে হয় ও সবরকারীর প্রতিদান কী কী সে সম্পর্কে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তৌফিক দিন।
আমিন।

বালা মুসিবত কেন আসে

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। মানুষ দুনিয়ায় থাকাকালীন সময়ে তাদের বিভিন্ন পরীক্ষার ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আনকাবুতের আয়াত ২ ও ৩ এ বলেন,

حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝ سورة العنكبوت

অর্থ:- মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? ❶ আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। [সূরা আনকাবুত - ২-৩]

এই পরীক্ষা হয় মূলত দুই ধরনের। একটি নেয়ামত পাওয়ার মাধ্যমে সন্তুষ্টির পরীক্ষা। অপরটি বালা-মসিবত প্রেরণের মাধ্যমে সবরের পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের দুনিয়ায় প্রেরণ করে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যাচাই করে নেন ঐ বান্দা জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার উপযুক্ত নাকি জাহান্নামের? এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ

অর্থ:- আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি।

[সূরা মুহাম্মদ - ৩১]

বালা মুসিবত সাধারণত তিনটি কারণে আসতে পারে।

১. ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য

মানুষ বিপদ থেকে মুক্ত নয়। সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল উভয়কেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু মুমিনের কাছে বিপদ সুসংবাদ স্বরূপ। কারণ সে জানে, যারা ঈমানদার তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদের সম্মুখীন করেন এবং সে যদি বিপদে সবর করে আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে তবে তার রব এই কাজের উসিলায় তাকে

পবিত্র করবেন ও ঈমানী শক্তি মজবুত করবেন এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকেও হেফাজত করবেন। অর্থাৎ এই পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকবে তার ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট থাকবেন। অন্যদিকে, যে এমন মনে করে যে এই বিপদ তার জন্য উপযুক্ত নয় অথবা হা - হতাশ করে এবং আল্লাহর উপর অভিযোগ করে সে কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না।

২. নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করলে

নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করলে অনেক সময় বিপদ নাযিল হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূল, মুসলিম-অমুসলিম, মুনাফিক-কাফের সকলকেই তার অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। তবে আমরা এত এত নিয়ামতে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাই এবং শুকরিয়া আদায় করি না। এমনকি আমরা মনে করি, যেন এগুলো আমাদেরই প্রাপ্য ছিল। যেমনটা করেছিল মুসা আ এর জাতি বনি ইসরাইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের মহান রবের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আমাদের ওপর ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।” [সূরা বাকারা ১৫২ আয়াত]

৩. গুনাহর শাস্তি স্বরূপ

ছোট-বড় গুনাহ আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে করে থাকি। বহু জাতির ধ্বংস, বহু পরিবারের অধঃপতন, সর্বত্র মত ও পথের দ্বন্দ্ব, অন্তরের কঠিনতা ও বিনাশ, রিজিকের অপবিত্রতা, আল্লাহর রাগ, মানুষের মধ্যকার ভয়ভীতি ও অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলি বৃদ্ধি, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া সবই গুনাহের কারণে। আল্লাহ বলেন,

‘পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।’[(সূরা মায়িদাহ-২)]

‘আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সে তা দেখবে।’

[সূরা জিলজাল-৮]

আনাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “এমন সব কাজ তোমরা করে থাকো তোমাদের দৃষ্টিতে যেগুলো চুল থেকেও অধিক হালকা-পাতলা। কিন্তু আমরা সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ সা:-এর জামানায় ধ্বংসাত্মক বলে গণ্য করতাম।” [বুখারি-৬৪৯২]

অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

অর্থ:- “এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।” [সুরা মুহাম্মাদ - ৪৭]

আল্লাহ তাআলা তার প্রত্যেক বান্দাকেই বিপদ পতিত হওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। উক্ত আয়াতে তিনি বিপদ পতিত হওয়ার কথা উল্লেখ্য করেছেন এবং সেই সাথে যারা সবর করেন তাদের জন্য সুসংবাদ ঘোষণা করেছেন। যদি বিপদ আসার আগে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ধৈর্য ধারণ করার সহজ হয়ে যায়।

দুনিয়া মূলত মুমিনের জন্য জেলখানা স্বরূপ। দুনিয়ায় মানুষের বিভিন্ন সময় হোচট খেতে হয়। বিভিন্ন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় বিপদে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি আমরা। দেখা যায় আমাদের লক্ষ্য বা পরিকল্পনা অনেক সময় সফল হয়ে যায়। আবার কখনো অপূর্ণ থেকে যায়। যখন সফল হয় তখন মূলত আমাদের পরিকল্পনার সাথে আল্লাহর পরিকল্পনা মিলে যায়। আর যখন ব্যর্থ হয় তখন এর মানে আল্লাহ আপনাকে নিয়ে ভিন্ন কোন পরিকল্পনা করেছেন। আর ঠিক এই সময়েই আমরা হতাশ হয়ে পড়ি এবং অভিযোগ শুরু করে দেই।

তবে মুমিনের ক্ষেত্রে এই সময়ের চিন্তাভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। একজন ঈমানদার ব্যক্তি চিন্তা করেন বিপদ যেভাবেই হোক বা যেখানেই হোক, আল্লাহ তাবার অনুমতি ব্যতীত তা আমাদের উপর আপতিত হয়না। অর্থাৎ এগুলো আমাদের জন্যই লেখা। যা উক্ত আয়াতে আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থাৎ বিপদ মূলত অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই তো এটি নাযিল করেছেন।

সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের

“এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।”

উক্ত আয়াতের ভাবার্থ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা যে সকল ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিয়েছেন তারা কোন প্রকারের লোক? এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা ঠিক পরের আয়াতেই দেয়া হয়েছে।

ط الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

অর্থ:-যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। [সুরা বাকারাহ-১৫৬]

সুতরাং তারা ওই প্রকারের লোক যারা বিপদে যে মুহূর্তে হয় ঠিক সে মুহূর্তে তারা হতাশ হয় না এবং পড়ে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন”, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

আমরা যখন সুখে থাকি তখন আমরা সবর করি না বরং সবর করতে হয় দুঃখের সময়। আপনি যখন স্রোতের প্রতিকূল সময় কাটাচ্ছেন তখন আপনাকে কেউ এসে কি বলবে আপনার অমুক দুঃখের জন্য আপনাকে অভিনন্দন? না বলবে না। তবে আপনার রব আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সুসংবাদ দিচ্ছেন যদি আপনি সবর করেন বিপদ আগমন হওয়ার মুহূর্তে পড়েন ইন্না লিল্লাহ। সবর ঠিক কোন সময়ে প্রয়োজন তা স্পষ্ট করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয়ই, সবর তো প্রথম আঘাতেই।” অর্থাৎ প্রকৃত সবর তো তখনই করতে হবে যখন বিপর্যয় আসবে। কিন্তু আমরা হিতের বিপরীতে চলি। বিপর্যয়ের প্রথম মুহূর্তে কান্নাকাটি করি, কিছু সময় পরে কষ্ট লাঘব হয় তখন আমরা সবর করি। তবে প্রথম মুহূর্তেই যদি সবর করি পাশাপাশি ইন্না লিল্লাহ বলি সে ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে কী প্রতিদান দিবেন তার ব্যাখ্যা তার পরের আয়াতেই দেয়া হয়েছে-

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعْتِدُونَ

অর্থ- তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।

আল্লাহর নিকট ধৈর্যশীলদের মর্যাদা অনেক বেশি। বান্দার এই উক্তির কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে দয়া ও অনুগ্রহ রহমত দান করবেন এবং সে সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন যারা হেদায়েত প্রাপ্ত।

সবরের দৃষ্টান্ত

১. ইব্রাহিম আঃ

ইব্রাহিম আ. ছিলেন আল্লাহর খলিল। তাকে দ্বীন রক্ষার স্বার্থে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয়। তার জন্মদাতা পিতা ছিলেন একজন মূর্তি পূজারী। স্বয়ং তার পিতা তাকে আল্লাহর দিন প্রচারে বাধা প্রদান করে। তিনি যখন বড় মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন, তখন লোকজনের হুমকির মুখে পড়ে এবং ফলস্বরূপ নমরুদ তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়। কাফেররা তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল। তিনি কাফেরদের কাছে নত হননি বরং সবর করেন, মোকাবিলা করেন।

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

অর্থ-তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। [সূরা আশ্বিয়া-৬৭]

কাফেররা তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তাআলা ও চাইলেন তাকে পরীক্ষা করতে। আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম আ. এর প্রতি খুশি হলেন তিনি বললেন,

قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

অর্থ - "আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"

কোরবানির পরীক্ষাঃ

ইব্রাহিম আ ছিলেন নিঃসন্তান। আল্লাহ তাআলা তাকে ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাইল আ. কে পুত্র হিসেবে দান করেন। বছরখানেক পরে ইব্রাহিমের রব তাকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। ইব্রাহিম আ. কে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্র ইসমাইলকে

কুরবানী করার নির্দেশ দেন। ইব্রাহিম আ এর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি পিছপা হননি। তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্ত সবরের সাথে মেনে নেন এবং নিজ সন্তানকে কোরবানির জন্য রাজি হয়ে যান। আল্লাহ তায়ালা পিতা ও পুত্রের উপর সন্তুষ্ট হন এবং ইসমাইলের পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি হয়ে যায়।

২. ইয়াকুব আ.

ইয়াকুব আ এর 12 জন সন্তান ছিল। তন্মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিল ইউসুফ আ.। তার লাভণ্য, আচরণ তার সাথে নবুওয়াতের জন্য ইয়াকুব আ. এর অনেক রকম দুর্বলতা ছিল ইউসুফ আ. এর প্রতি। কিন্তু ইউসুফ আ তার বৈমাত্রেয় ভাইদের হিংসার শিকার হন এবং তারা ইউসুফ আ.কে কুয়ায় নিক্ষেপ করে। এবং তাদের বাবার কাছে মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَّتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থঃ অতঃপর তারা যখন তাকে সাথে নিয়ে গেল আর তারা তো সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল তাকে গভীর কুয়ায় নিক্ষেপ করবে (সেমতে তারা নিক্ষেপও করল), তখন আমি ইউসুফের কাছে ওহী পাঠালাম, (একটা সময় আসবে, যখন) তুমি তাদেরকে অবশ্যই জানাবে যে, তারা এই কাজ করেছিল আর তখন তারা বুঝতেই পারবে না (যে, তুমি কে?)। [সূরা ইউসুফ - ১৫]

প্রিয় সন্তান ইউসুফের বিরহে, ও অন্য আরেক সন্তান বিন ইয়ামিনের হারানোর বেদনায় ইয়াকুব আ. এতেই কান্না করতেন যে তার সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি অনধ হয়ে গেলেন। তবে তিনি হতাশ হননি। বরং আল্লাহর কাছে তার পুত্রদের চেয়ে প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে সবরের নির্দেশনা দেন। তার কাছে সবরের পরীক্ষা নিলেন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ধৈর্যশীল হিসেবে।

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَبْنِي أَدْهَبُوا فَتَحَسَّنُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكُفْرُونَ

অর্থঃ ইয়াকুব বলল, আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহরই কাছেই করছি। আর আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তোমরা জান না। ওহে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান চালাও। তোমরা আল্লাহর

রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, জেনে রেখ আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের।

[সুরা ইউসুফ - ৮৬-৮৭]

৩. ইউসুফ আ.

ইউসুফ আ তার ভাইদের মাঝে পিতার কাছে সব চেয়ে স্নেহশীল ছিলেন যার ফলে তার ভাইরা তাকে কুয়ায় নিক্ষেপ করেন।

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيِّبِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থঃ অতঃপর তারা যখন তাকে সাথে নিয়ে গেল আর তারা তো সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল তাকে গভীর কুয়ায় নিক্ষেপ করবে (সেমতে তারা নিক্ষেপও করল), তখন আমি ইউসুফের কাছে ওহী পাঠালাম, (একটা সময় আসবে, যখন) তুমি তাদেরকে অবশ্যই জানাবে যে, তারা এই কাজ করেছিল আর তখন তারা বুঝতেই পারবে না (যে, তুমি কে?)। [সুরা ইউসুফ - ১৫]

তিনি কুপের নিচে পড়ে যান এবং বিপদের সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা তার কাছে অহি প্রেরণ করেন। তিনি ধৈর্যের পথ অবলম্বন করেন। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার ভাইদের উপর মহা বিজয় দান করেন এবং পরবর্তীতে তিনি তার ভাইদেরকে ক্ষমা করে দেন।

এখানেই তার পরীক্ষার ইতি নয়। তিনি তার রূপ লাভন্যের কারনে মিশরের নারীদের কাছে অনেক হযরানীর স্বিকার হন। এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পরে জুলেখার কৃতকর্মের কারনে তাকে বছরের পর বছর কারাগারে কাটাতে হয়। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

অর্থঃ ইউসুফ দু'আ করল, হে প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা কারাগারই আমার বেশি পছন্দ। তুমি যদি আমাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা না

কর, তবে আমার অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং যারা অজ্ঞতাসুলভ কাজ করে
আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

[সুরা ইউসুফ - ৩৩]

তিনি কারাগারে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। কিন্তু হতাশ হননি। এবং আল্লাহর
সিদ্ধান্তের উপরেই অটুট থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হন এবং খুশি হয়ে তাকে
মিশরের শাসক পদে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে তিনি তার পিতারও সাক্ষাত পান এবং
ভাইদেরকেও ক্ষমা করে দেন।

قَالُوا أَعَيْنَكَ لَأَنَّتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ
لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالُوا تَأَلَّوْا تَأَلَّوْا لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ۝ قَالُوا لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ
الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ (একথা শুনে) তারা বলে উঠল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? ইউসুফ বলল, আমি ইউসুফ
এবং এই আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি
তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন
না। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং
আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। ইউসুফ বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ
আনা হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

[সুরা ইউসুফ - ৯০-৯২]

৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

জন্মের পূর্বেই পিতা হারান, জন্মের পরবর্তীতে আরবের রীতি অনুযায়ী দুধ মায়ের কাছে
লালিত পালিত হন। চার বছর বয়সে পিতৃগৃহে আসেন। কিন্তু মায়ের মমতা- স্নেহ তার
ভালোবাসা তাকদিরে বেশিদিন ছিল না। মাত্র দুই বছর পরে ছয় বছর বয়সে মা আমিনাকে
হারান এই এতিম বালক মুহাম্মাদ (সা)। তার পরবর্তীতে দাদার স্নেহে লালিত পালিত হন।
মায়ের মৃত্যুর দুই বছর পরেই অন্যতম প্রিয় ভালোবাসার মানুষ দাদা আব্দুল মুত্তালিব
ইন্তেকাল করেন। চাচার পরপর কাছের তিন জন মানুষের বিয়োজন ঘটে বালক মুহাম্মাদের।
একের পর এক সবরের পরীক্ষা। প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয় তার নবুওয়াত প্রাপ্তির পরবর্তী
সময়ে। নবুয়াত থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সে একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন
হিতে থাকেন। (বুখারি ২৫৪১)

আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ও সৃষ্টিকুলের মহামানব যখন দিন প্রচারের কাজে মাঠে নামে
তখন তার চারিপাশে নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়। আর তার প্রারম্ভ ঘটে কাছের মানুষদের
মাধ্যমেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকাশ্যে দাওয়াতি কাজ বৃদ্ধির পাশাপাশি

কুরাইশদের অত্যাচারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। একবার তিনি সালাত রত ছিলেন তার ওপর উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হলো। চতুর্দিক হতে তাকে নানাভাবে অপবাদ অশালীন গালিগালাজ দেয়া হলো। পাগল জাদুকর ইত্যাদি বলে তাকে নানাভাবে অপমানিত করা হলো। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ধৈর্যশীল তিনি হতাশ হননি। এমনকি কুরাইশরা কয়েকবার অত্যাচার চেষ্টা চালায় তার। এক পর্যায়ে রাসূল ও তার অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক বয়কট করে। তখন দীর্ঘ তিন বছর তিনি তার পরিবার ও তার সঙ্গীরা শিয়াবে আবু তালেব এ কাটায়। সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ছিলোনা। কুরাইশদের অত্যাচারের কারণে তারা গাছের পাতা খেয়ে জীবন কাটিয়েছে। প্রায় সেখান থেকে ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের আর্তনাদ শোনা যেত।

নবুয়তের দশম বছর শিআবে আবু তালেব থেকে বের হলে তার ছয় মাস পরেই প্রিয় চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। প্রিয় চাচার ইন্তেকালের ৩ দিন পরই প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার ইন্তেকাল ঘটে। একই সময়ে পরপর দুইজন প্রিয় মানুষের বিদায়ের রাসূলের অন্তরের জখম অত্যন্ত গাঢ় হয়ে গিয়েছিল। তবে তাকে সে যখন কাটিয়ে উঠতে হয়েছে কেননা তিনি ছিলেন মহামান। তার ওপর তার রব এক মহা কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি সবর করলেন আল্লাহর সিদ্ধান্তের ধৈর্য ধরলেন, সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু কাফেররা এই সুযোগে আরো মাথা ছাড়া দিয়ে উঠলো। তিনি এক পর্যায়ে মক্কা থেকে তায়েফের গমন করলেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানেও তার জন্য দিগন্তের কালো ছায়া অপেক্ষা করছিল। সেখানে আর কেউই তাকে আশ্রয় দেয়নি বরং তার দেহকে রক্তাক্ত করে ছেড়েছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি প্রখর সবরের পরিচয় দিয়েছেন। জিবরাঈল আমিন আসলেন বললেন আপনি যদি আদেশ করেন তবে তায়েফকে দুই পাহাড়ের মাঝে ধসিয়ে দেব। তিনি তা করেননি বরং ধৈর্য ধরেছেন, সবর করেছেন। এখানে আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা কারো মাধ্যমে কষ্ট পেলে তার জন্য তৎক্ষণাৎ বদদোয়া করি। তবে রাসূল তাকরনি বরং তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেছেন।

তিনি পুনরায় মক্কায় ফেরত আসেন। তখন কাফেররা তাকে নিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করলে মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে পৌঁছানোর পর শুরু হয় মদিনায় মুনাফেক ইহুদিদের নতুন ষড়যন্ত্র। ওহুদের যুদ্ধে তিনি দাঁত হারান পর্যায়ক্রমে তাকে কালো জাদু করা হয় এমনকি বিষ পর্যন্ত পান করানো হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। কাফেররা শুধুমাত্র তাকে শারীরিক নির্যাতনই করেনি বরং মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে যত ভাবে নির্যাতন ও অপমান করা যায় কাফেররা তার সাথে করেছে। শুধু তিনিই নয় বরং তার পরিবার ও সঙ্গী

সাথীরাও নির্যাতনের শিকার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার উপর নিপতিত প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিলেন দৃঢ় অটুট ও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। ধৈর্যশীলতার উদাহরণ পৃথিবীতে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শুধু রাসূলই সা. নন বরং তার সাহাবাদের ও প্রতিনিয়ত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন একজন দাস। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার মালিক তাকে খাবার দিতো না। তাকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে রাখা হতো। তার সব কাপড় খুলে পিঠের উপর পাথর চাপা দিয়ে লোহার শিকল পরিয়ে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শুয়ে রাখা হতো। তিনি বারবার বেহুশ হয়ে যেতেন। তবে হতাশ হয়ে ঈমান থেকে পিছপা হননি। তাদের ঈমান ছিল পাথরের মত মজবুত। ঈমানের প্রতি পর্বতসম ধৈর্যের দরুন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুরো পৃথিবীতে চির স্মরণীয় করে রেখেছেন।

দুনিয়া মূলত পরীক্ষার স্থান। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিছুটা পরীক্ষা করে যাচাই করে নেবেন।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوًا أَخْبَارَكُمْ

অর্থঃ (হে মুসলিমগণ!) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং যাতে তোমাদের অবস্থাাদি যাচাই করে নিতে পারি। [সূরা মুহাম্মাদ - ৪৭]

আমরা যদি বিপদে পড়ার পর রবের সিদ্ধান্ত সন্তুষ্ট চিনতে মেনে নেই, ও তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি তবে তিনি আমাদের উপর রহম করবেন। বিপদ কোন অপ্রত্যাশিত বিষয় নয়। আল্লাহ তার নবী ও রাসূল প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বান্দাদেরকে বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। তবে প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষার ধরন কিছুটা ভিন্নই হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন। তাদের ভালোবাসার কারণেই তাদের পরীক্ষা ও কিছুটা কঠিন। তবে প্রত্যেক নবী রাসূল ও প্রিয় বান্দাদের জীবনে বিপদে সবার ও ধৈর্যশীলতার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের উচিত যথাসাধ্য তাদের অনুসরণ করা।

কীভাবে সবর করব

সবর আল্লাহ তায়ালাৰ এক অন্যতম নিয়ামত। তাৰ সাথে একজন মুমিনেৰ প্ৰকৃত গুণ হলো বিপদেৰ সময় সবৰ কৰা। মানুষ দুনিয়ায় এসে আল্লাহ তায়ালা প্ৰদত্ত নানা বিপদেৰ সম্মুখীন হয়। আল্লাহ তায়ালা এসকল পৰিক্ষাৰ মাধ্যমে মানুষেৰ ইমান যাচাই কৰে নেন। কুৰআনুল কাৰিমে সবৰ কৰাৰ প্ৰতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নবী রাসুলদেৰ পাশাপাশি অনেক প্ৰিয় বান্দাদেৰ কঠিন পৰিক্ষাৰ সম্মুখীন কৰেছেন। তাৰা সবৰ কৰেছেন ও তাৰ মাধ্যমে তাৰেৰ সৌভাগ্য হয়েছে আল্লাহৰ সন্তুষ্টি অৰ্জন কৰাৰ। অন্যদিকে যে সকল মানুষ অস্থিৰ ও হতাশ হয়েছে তাৰা দুনিয়াতে তো ব্যৰ্থই তাৰ পাশাপাশি তাৰা পৰকালে আল্লাহৰ অনেক পুৰস্কাৰ থেকে বঞ্চিতও হবে। তাই একজন প্ৰকৃত মুমিন হিসেবে গড়ে ওঠাৰ জন্য নিজেৰ ওপৰ আৰোপিত বিপদ অপছন্দনীয় অবস্থাতে কীভাবে সবৰ কৰতে হয় তা জানা অবশ্য প্ৰয়োজনীয়। চলুন এ নিয়ে আলোচনা কৰা যাক।

১. হতাশ বা অস্থির না হওয়া

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ ﴿٤﴾ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ

অর্থ- সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দীনের অভিমুখী রাখ। আল্লাহর সেই ফিতরত অনুযায়ী চল, যে ফিতরতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এটাই সম্পূর্ণ সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (ফিতরতের অনুসরণ করবে) তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করবে, নামায কায়েম করবে এবং অন্তর্ভুক্ত হবে না মুশরিকদের যারা নিজেদের দীনকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি দল আপন-আপন পন্থা নিয়ে উৎফুল্ল মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হয়ে তাঁকেই ডাকে, তারপর তিনি যখন নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান, অমনি তাদের একদল নিজ প্রতিপালকের সাথে শিরক শুরু করে দেয় আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি তার না-শোকরি করার জন্য। ঠিক আছে! কিছুটা মজা লুটে নাও, শীঘ্রই তোমরা সবকিছু জানতে পারবে। আমি কি তাদের উপর এমন কোন দলীল নাযিল করেছি, যা তারা আল্লাহর সঙ্গে যে শিরক করছে তাদেরকে তা করতে বলে? আমি মানুষকে যখন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়। পক্ষান্তরে তাদেরই কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের কোন অনিষ্ট সাধিত হয়, অমনি তারা হতাশ হয়ে পড়ে। [সূরা রুম - ৩০-৩৬]

মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তারা হতাশ বা অস্থির হয়ে পড়ে এবং তাড়াহুড়া শুরু করে দেয়। তবে পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাড়াহুড়া করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

অর্থ- মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরান্বিত করে। আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ত্বরা চেও না।

[সূরা আশ্বিয়াঃ ৩৭]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অরেক আয়াতে তার হাবিবকে ধৈর্য্যধারণ করার আদেশ দিয়েছে এবং তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন।

فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَّغَ فَبَلَغَ يَوْمَ يَكْفُرُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ

অর্থ- সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, তা যে দিন তারা দেখবে, সে দিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য।

[সূরা আহকাফঃ ৩৫]

মানুষ যেহেতু দুর্বল মনের তাই যখন সে কোনো কষ্টের মুখে পতিত হয়, তখন সে অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য কখন এমন হতে পারে না। তাই বিপদে সর্বপ্রথম অস্থির ও হতাশ হওয়া যাবে না।

২. সালাতে দাঁড়িয়ে যান

সালাত এবং সবর মুমিনের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হতাশা দমন করে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া সাহসিকতার বিষয় ও কঠিন কাজ। তবে মুমিনের জন্য তা কখন কঠিন হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

অর্থ- এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে (কঠিন) নয়, যারা খুশু‘ (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে।

[বাকারাহঃ ৪৫]

সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্ক আরো বেশি মজবুত হয়। এর ফলে সে আল্লাহর নিকট থেকে শক্তি ও সাহস লাভ করে। আল্লাহর প্রিয় হাবিব যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তিনি তখনই সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

৩. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন

একজন প্রকৃত ঈমান্দারের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে সে যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে। আল্লাহর উপর ভরসাকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন।

এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

অর্থ- অতঃপর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) মনস্থির করবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী নেই। যদি কারো ওপর বিপদ পতিত হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহর অনুমতিতেই ও কল্যাণের জন্যই নাজিল হতে পারে।

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَرَارِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ- এরূপ কানাকানি হয় শয়তানের প্ররোচনায়, যাতে সে মুমিনদেরকে দুঃখ দিতে পারে। কিন্তু সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা। [সূরা মুজাদালা - ১০]

আল্লাহ তায়ালা যদি চান সাহায্য করতে তবে কেউ তা ঠেকাতে পারবে না এবং বিশ্বাসীদের উচিত তার ওপরই ভরসা করা।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ- আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদেরকে অসহায় ছেড়ে দেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা।

[সূরা আলে ইমরান - ১৬০]

তাওয়াক্কুলকারীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। কুরআনুল কারিমে তিনি অসংখ্য জায়গাতে তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থ- যারা সবার অবলম্বন করেছে এবং তারা নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

[সূরা আনকাবুত - ৫৯]

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

অর্থ- এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ। কর্ম বিধানের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।

[সূরা আহজাব - ৩]

৪. আলাহর রহমতের আশা করুন

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কখনো মঙ্গল ও কখনো অমঙ্গল দ্বারা পরিক্ষা করেন। তবে সেই সময়ে যে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী তাকে সে রহমত দিবেন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেন।

তিনি বলেন,

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অর্থ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করে নেন আর যারা জালেম, তাদের জন্য তিনি যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

[সূরা ইনসান - ৩১]

মূলত সংকটপন্ন অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারেন না। তখন ঐ মূহুর্তে তার রহমতের দ্বারা স্থায়ী অস্থির অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারেনা।

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

অর্থ- এবং (শুশ্রূষাকারীদেরকে) বলা হবে, আছে কোন ঝাঁড়-ফুককারী?

[সূরা কিয়ামাহ- ২৭]

আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের তার রহমতের চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখেন। বালা মসিবতের সময় আমাদের সাথে এমন হয় অনেক সময়, বিপদে আমি অনেক মানুষ পেয়েছি যে আমাকে বিপদে সাহায্য করেছে, মানসিকভাবে উৎসাহ দিচ্ছে তবুও ভিতরে

ভিতরে দমবন্ধ হওয়ার মতো ফাঁপা অবস্থা কাজ করে। নিজেকে শূণ্য শূণ্য লাগে। তখন যদি রবের কাছে রহমতের আশা করি, তখন অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যখন মানুষকে রহমত দ্বারা আচ্ছাদন করাই, তখন সে খুশি হয়।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا أَلْبَلَعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فََرَحَ بِهَا
وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ

অর্থ - (হে রাসূল!) তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তোমাকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি। (বাণী) পৌঁছানো ছাড়া তোমার কোন দায়িত্ব নেই এবং (মানুষের অবস্থা হল) আমি যখন মানুষকে আমার পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে আবার যখন তাদের নিজেদের হাতের কামাইয়ের কারণে তাদের কোন বিপদ দেখা দেয়, তখন সেই মানুষই ঘোর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

[সূরা শুরা- ৪৮]

৫. তাকদিরে বিশ্বাসী হোন

আল্লাহর চাইতে উত্তম পরিকল্পনাকারী আর কেউ নন। নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

অর্থ- (হে নবী! সেই সময়কে স্মরণ কর), যখন কাফেরগণ তোমাকে বন্দী করা অথবা তোমাকে হত্যা করা কিংবা তোমাকে (দেশ থেকে) বহিস্কার করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। তারা তো নিজেদের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল আর আল্লাহও নিজ কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। [আনফালঃ ৩০]

ইমানের মৌলিক ৭ টি বিষয়ের মধ্যে একটি হলো তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা। আল্লাহ তায়ালা আসমান সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সবকিছু লিখে রেখেছিলেন, রিজিক বন্টন হয়ে গেছে বহু হাজার বছর আগেই। এখন আমি আপনি যতি হতাশ করি না কেন, আমাদের তাকদিরে যা আছে তা ঘটবেই।

আমাদের মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়েই আমাদের রব নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমি সুখি নাকি দুঃখি, আমাদের উপর কি বিপদ আসবে ইত্যাদি।

তাকদিরের মূল কথা

১. আল্লাহ সব জানেন

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ- (উত্তরে) নবী বলল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় কথাই আমার প্রতিপালক জানেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

[সূরা আশ্বিয়াঃ ৪]

মহান আল্লাহ তায়ালার কোনো বিষয় অজানা নয়। আপনার সাথে কী ঘটবে আর কী ঘটবেনা সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। বরং তিনিই রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আপনার তাকদিরে। বরং তার অনুমতি ব্যতিত কোনো কিছু ঘটবে না।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ- তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি এমন প্রতিটি জিনিস জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয় এবং জানেন এমন প্রতিটি জিনিস, যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং যা তাতে উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন এবং তোমরা যা-কিছুই কর, তা তিনি দেখেন।

[সূরা হাদিদঃ ৪]

২. আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস লিখে রেখেছেন

আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজে আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন। তাই তখন চাওয়ার পরেও আপনি পাবেন না, তখন ধরে নিবেন আল্লাহ তায়ালা আপনার তাকদিরে তা লিখেননি। আর আপনার জন্য যে জিনিস নির্ধারিত তা আপনার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তাই আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। মুমিনের জন্য আল্লাহই তার অভিভাবক।

৩. আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ- তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আকাশের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং তাকে সাত আকাশরূপে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করেন। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

[সূরা বাকারাহ - ২৯]

মানুষ, জীন, আসমান, জমিন, গাছপালা, সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তার কাছে সকল অদৃশ্যের চাবি আছে এবং তিনি তার সবকিছুই জানেন। তার কোনো সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি বেখবর নন। সেই সৃষ্টি জগতের রব আপনার উপর আরোপিত বিপদ সম্পর্কেও বেখবর নন। তার জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক, তাই হা হতাশ করবেন না। বরং সবর করুন। আল্লাহর অনুমতি ব্যাতিত মহাবিশ্বে কিছুই সংঘটিত হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ- কোন মুসিবতই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

[সূরা তাঘাবুন - ১১]

অর্থাৎ যা কিছু সংঘটিত হয় তা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যাতিত হয় না। যদি সে সবর করেন ও আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আল্লাহ তার অন্তর দৃঢ় করে দেন। অন্যদিকে যে বিপদ তার সহ্যের সীমার বাইরে সে বিপদ আল্লাহ তার ওপর নাজিলই করেন না।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। [সূরা তাঘাবুন - ১৩]

যেহেতু নির্ভরযোগ্য একমাত্র আল্লাহ সেহেতু মুমিনদের উচিত একমাত্র তার উপরই নির্ভর করা।

৬. বিপদের কথা কাউকে না বলা

বিপদ আল্লাহ প্রদত্ত এক নিয়ামত এবং তা মানুষের জীবনের একটি অংশ। আমরা যখন কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হই তখন আমরা হতাশ হই এবং আমাদের মনে অস্থিরতা কাজ করতে থাকে। তখন আমরা সঙ্গি খুঁজি মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য। কিন্তু কেউ যদি বিপদের কথা গোপন করতে না পারে তাহলে তা ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেয়।

৭. নবীদের সবরের দৃষ্টান্ত অনুধাবন করা

নবীদের চাইতে আমাদের উপর আরোপিত বিপদগুলো তুলনামূলক কম কঠিন। পৃথিবীতে এমন কোনো নবী নেই যাদের কঠিন পরিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু তারা সবরে সাথে পরিক্ষা দিয়েছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

বস্তুত রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। [সূরা আহযাব - ২১]

রাসুল সাঃ সবরের উত্তম আদর্শ। ধীরে ধীরে তার পিতা,মাতা,পরিবারের সদস্যদের হারাতে থাকেন। যখন কুরাইশদের অত্যাচারের সময় যে দুটি মানুষ(স্ত্রী খাদিজা ও চাচা আবু তালেব) এর সবচাইতে প্রয়োজন তখন তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এমনকি মেয়ে ও ছেলে খানিক সময় থেকে তার কাছ থেকে বিদায় নেন। মক্কার কাকেরদের থেকে অত্যাচারিত হয়ে তায়েফে গেলে সেখানেও তার দেহ থেকে তারা রক্ত ঝরান। তার প্রিয় সাহাবাদের ইত্তিকালে তিনি ব্যাথিত হন। তবুও তিনি আল্লাহর উপর অভিযোগ করেননি। বরং তার সকল সিদ্ধান্তে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আমাদের উচিত সেই ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া।

৮. দুয়া করা

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন বরং তা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ ফেরশতাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে যদি দোয়া

না করা হয় তাহলে বিপদের সম্মুখীন করতে ফেরেশতাদের আদেশ করা হয়েছে।
অন্যদিকে দুয়ার ফলে বিপদ থেকে হেফাজতের আদেশও করা হয়েছে।

৯. আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা

আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। নবী, রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছেন। আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবো না। তাই বিপদের সময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের সন্তুষ্টি সহকারে সবর করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ- না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে।

[সূরা নিসাঃ ৬৫]

১০. বিপদের সময় পরিস্থিতিতে মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি করা

প্রত্যেকের জীবনেই বিপদ সংঘটিত হয়। এমন কেউ নাই যে বলতে পারবে না তাকে বিপদ স্পর্শ করে নাই।

দুনিয়া মূলত পরিক্ষারি স্থান। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, আমাদের জন্য কিছু পরিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদের সেই পরিক্ষায় অংগ্রহন করতেই হবে। যদি পরিক্ষায় সবরের সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি থাকি এবং বিপদের সময় বলি ইল্লা লিল্লাহ তাহলেই আমরা জয়ী। হা হতাশ করলেই আমাদের হার। তার চাইতে অস্থির না হয়ে মানসিক সেট আপ করাই উত্তম।

সবরে প্রতিদান

১. জান্নাত লাভ

রাসুল সাঃ বলেছেন ধৈর্যের চেয়ে কল্যাণকর ও ব্যাপক কোনো কিছু কাউক দান করা হয়নি। শেখ সাদি রহঃ বলেন ধৈর্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় হওয়ার কারণ, এটি বান্দার সব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সর্বাবস্থাই বান্দার ধৈর্য ধারণ করতে হয়। ধৈর্যের পরিক্ষায় যে উত্তীর্ণ হবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবোচ্চ স্তরে জায়গা করে দিবেন।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ حَتَّىٰ عَذَّبْنَاهُمَا وَلَمْ يَصْلَحْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

অর্থ- এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা তা বজায় রাখে, নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয় রাখে কঠিন হিসাবের।

এবং তারা সেই সকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবার অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্যবহার দ্বারা।

প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে, তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (আর বলতে থাকবে-)

[সূরা রদ আয়াতঃ ২১- ২৩]

দুনিয়ার জীবনে বিপদ আপদ আসা একটা স্বাভাবিক বিষয়। তবে যে স্কল বান্দা কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করতে পারে তাদের গুনাহ সমূহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন।

শুধু তাই নয়, ধৈর্যশীলরা জান্নাত লাভের পাশাপাশি তাদের দেওয়া হবে জান্নাতি রেশমি কাপড় পরিধানের সুযোগ এবং সুউচ্চ আসনে বসার সুযোগ।

وَجَزَلْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

অর্থ- এবং তারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল তার প্রতিদানে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। তারা তাতে (জান্নাতে) আরামদায়ক উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, যেখানে তারা কোন রোদ-তাপ বোধ করবে না এবং অতিশয় শীতও না।

[সূরা দাহরঃ ১২- ১৩]

২. সম্মানিত ফেরেশতাদের সালাম

ধৈর্যশীলদের আল্লাহ তায়ালা শুধু জান্নাতি গৃহই দান করবেন না, তাদেরকে মুবারকময় ও সালাম জ্ঞাপনের জন্য সদাসর্বদা দরজা দিয়ে ফেরেশতা যাতায়াত করবেন।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

অর্থ- তারা সে জান্নাতে শুনবে না কোন অহেতুক কথা এবং না কোন পাপের কথা।
তবে সেখানে হবে কেবল শান্তিপূর্ণ কথা, কেবলই শান্তিপূর্ণ কথা।

৩. আল্লাহর সঙ্গ লাভ

মানুষের দুইটি অবস্থা। ১ম অবস্থা আরাম ও সস্তির এই অবস্থায় বান্দা তার রবের গুণকরিয়া জ্ঞাপন করবে। অন্যদিকে ২য় অবস্থা হলো কষ্ট ও বিপদের। এ অবস্থায় বান্দা সবর করবে এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সালাতের মাধ্যমে সবরের নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা সঙ্গ লাভ করা যায়।

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

অর্থ- এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে (কঠিন) নয়, যারা খুশু‘ (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে। [সূরা বাকারা - ৪৫]

৪. বিপদ থেকে উদ্ধার

আল্লাহ তায়ালা তার স্বীয় বান্দাদের বিপদের মাধ্যমে পরিক্ষা করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ

অর্থ- (হে মুসলিমগণ!) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং যাতে তোমাদের অবস্থাাদি যাচাই করে নিতে পারি। [সূরা মুহাম্মাদ - ৩১]

এর ফলে যে সবর করবে না তার উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে। অন্যদিকে যে সবর করবে এবং ইম্না লিল্লাহ পড়বে তার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, সে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে। আল্লাহ বলেন,

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ

অর্থ- এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর। [সূরা বাকারা - ১৫৭]

৫. গুনাহ মোচন

অসুস্থতা,পেরেশান,দুশ্চিন্তা, সকল কিছুই বান্দার জন্য পরিক্ষা স্বরূপ। তবে বান্দা যখন এসবকিছুতে সবার করেন তবে তার গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। হাদিসে এসেছে.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَلْهَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى
الشُّوْكَةِ يُشَاكَّهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট ক্লেশ, রোগ-
ব্যাদি, উদ্বেগ-উৎকর্ষা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে,
এ সবার মাধ্যমে আল্লাহ তার গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[মুসলিম ৪৫/১৪, হাঃ
২৫৭৩]আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১২৬)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬৪১

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

৬. অগণিত পুরস্কার লাভ

ইমান ও তাকওয়ার পথ অত্যন্ত কষ্ট নির্ভর। তবে তার উপর ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য রয়েছে অগণিত পুরস্কার। যা কোন পরিমাপ যন্ত্র অথবা হিসেবের বস্তু দিয়ে হিসাব করা যায় না। যার হিসাব করা হয় তার সীমা থাকে। তবে ধৈর্যশীলদের পুরস্কার হবে অগণিত যা হিসাব করা সম্ভব নয়।। ধৈর্যের এমন বৃহৎ মহাত্ম যা অর্জন করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের করা উচিত।

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَاَرْضُ اللَّهِ وُسْعَةٌ اِنَّمَا يُؤَقِّى الصُّبُرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ- বল, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! অন্তরে তোমাদের প্রতিপালকের ভয় রাখ। যারা এ দুনিয়াতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। যারা সবার অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের সওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত।

[সুরা যুমার - ১০]

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ- তোমাদের কাছে যা-কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবার করে, আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব।

[সূরা নাহলঃ ৯৬]

উপসংহার

পৃথিবী মুমিনের জন্য জেল খানার মত। বিপদ আপদ আসেনা এমন মানুষ দুনিয়াতে নেই। কেউ শতভাগ সুখি নয়। পৃথিবী সুখের যায়গা নয়। আমাদের গন্তব্য আখেরাত। চিরস্থায়ী শান্তির নিবাস। সাময়িক এ সময়ে আল্লাহর এবাদতে মশগুল হয়ে দিনানিপাতই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই ক্ষনস্থায়ী জীবনে আমাদের সাথে নানা ঘটনা ঘটে। জীবনের উত্থান পতনে নানা রকম বিপদাপদের সম্মুখীন হই আমরা। বিধর্মীদের মত আত্মহত্যা কে শেষ সম্ভল না ভেবে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহর রহমতের দিক চেয়ে প্রার্থনা করতে হবে। যেন তিনি আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আমরা তারই এবাদত করি। তার কাছেই সহযোগিতা কামনা করি। নবী রাসুল ও আল্লাহর নেক বান্দাদের পথ অবলম্বন করে সবারের পরিচয় দিতে পারলে, আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতে পারলে তবেই হবো আমরা প্রকৃত মুমিন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তৌফিক দিন। আমিন।

সমাপ্ত